সমকাল

তারিখ 28 MAR 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল হচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে গঠন করা হচ্ছে 'কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ফর অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল'। দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিশ্চিতকরণের জন্য এ কাউন্সিল কাজ করবে। কাউন্সিল গঠনে প্রণীত আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য আজ সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, 'মন্ত্রিসভা আইনের খসড়াটি অনুমোদন করলে তা যাচাই-বাছাই ও ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। ভেটিং শেষে তা পাসের জন্য সংসদে উত্থাপিত হবে।' জানা গেছে, আইনটি পাস হলে গঠন করা কাউন্সিল হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বরেণ্য কোনো শিক্ষাবিদ হবেন এ কাউন্সিলের চেয়ারপারসন। সদস্য হিসেবে থাকবেন একাধিক শিক্ষাবিদ। বেশ কয়েকটি দেশের 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল'-এর গঠন ও কার্যাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় উঠছে আজ

২০১০ সালের ১৬ জুলাই 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' কার্যকর হয়েছে। এ আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য একটি 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠনের বিধান রাখা হয়েছিল। ওই বিধানের আলোকেই এ কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্র জানায়, মূলত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার একাডেমিক অব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করা হচ্ছে।

কেমন হবে কাউন্সিল : আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলে চার বছর মেয়াদে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। আর স্বীকৃত যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার তিনজন শিক্ষক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন একজনকে কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য নিয়োগ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন পূর্ণকালীন সদস্য এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসোসিয়েশন মনোনীত একজন প্রতিনিধি কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য নিযুক্ত হবেন। এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসোসিয়েশন মনোনীত একজন, বাংলাদেশের বাইরের স্বীকৃত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রিডিটেশন সংস্থার একজন বিশেষজ্ঞ এবং পেশাগত সংস্থার একজন প্রতিনিধিকেও এ কাউন্সিলের সদস্য করা হবে। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন ও অবৈতনিক সদস্যদের মেয়াদ হবে চার বছর। চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলের সদস্যরা দু'বারের অধিক নিয়োগ পাবেন না।

খসড়ায় বলা হয়েছে, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত, একাডেমিক প্রোগ্রাম ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিস্বীকৃতি এবং এ আইনের আলোকে প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধিমালা প্রস্তুত করবে। মেডিকেল, প্রকৌশলী, কৃষি, ব্যবসায়, আইনসহ প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য আলাদা অ্যাক্রিডিটেশন কমিটি গঠন করবে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ কনফিডেন্স সনদের জন্য নির্ধারিত ফরমে কাউন্সিলে আবেদন করবে। কাউন্সিলের ইস্যু করা কনফিডেন্স সনদ এক বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রিডিটেশন সনদের জন্য কাউন্সিলে আবেদন করতে হবে। কাউন্সিল কনফিডেন্স সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাঁচ বছরের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন সনদ দেবে। আইন অনুযায়ী, অ্যাক্রিডিটেশন সনদপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান অ্যাক্রিডিটেশন সনদের শর্ত লঙ্ঘন করলে এই সনদ প্রত্যাহার করতে পারবে কাউন্সিল। এ ছাড়া অ্যাক্রিডিটেশন সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান দোষী প্রমাণিত হলে খসড়া আইনে অনধিক ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা দায়ী ব্যক্তির পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কাউন্সিলের কোনো সিদ্ধান্তে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে যে কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মো. হেলালউদ্দিন সমকালকে বলেন, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে প্রণীত আইনের খসড়াটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে জনসাধারণের মতামত চাওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করেই খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়া আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৬ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের কথা রয়েছে। আইন অনুযায়ী, অবৈধভাবে বিমানে বাংলাদেশের আকাশ সীমায় প্রবেশ করলে সাত বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। জাতীয় প্রয়োজনে বিমানের চার্জ ও ফি মওকুফের বিধান রাখা হয়েছে এ আইনে।